বিনিয়োগ

বিনিয়োগ হচ্ছে একটি নিদিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ ১ বছর) নতুন পুঁজিদ্রব্য ে□মন- □ন্ত্রপাতি, □ন্ত্রাংশ, দালানকোঠা প্রভৃতির উপর

ব্যয়। বিনিয়োগ ব্যয়ের দুটি অংশ রয়েছে - স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও প্ররোচিত বিনিয়োগ। এ পাঠে আমরা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও

বিনিয়োগ রেখা স□পর্কে জানব। ইউনিট-৫ থেকে বিনিয়োগ স□পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

‘স্বরম্ভুত বিনিয়োগ' হচ্ছে বিনিয়োগের সে অংশ □া জাতীয় আয়, সুদের হার বা অন্য কোন উপাদানের সাথে স□পর্ক□ুক্ত নয়।

উৎপাদন ও আয়

প্রতিটি সমাজে স□পদ প্রাথমিকভাবে ে□ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সেগুলো সাধারণতঃ ব্যবহারোপে□াগী হয় না। তাই বিভিন্ন

ধরনের স□পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মানুষ ত্রমন সব দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টি করে ে□গুলোর উপে□াগিতা রয়েছে। ে□মন ধরুন,

একজন কৃষকের একখন্ড জমি, একটি মিনি ট্রাকটর, কিছু পাটের বীজ এবং সার আছে। আলাদাভাবে এসব উপকরণগুলোর কোন

উপে□াগীতা নেই। কিন্তু কৃষক ভাই □দি সবগুলো উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তাহলে পাট উৎপাদিত হবে। নিশ্চয়ই পাট

একটি মূল্যবান বস্তু। এ ধরনের উপে□াগসমৃদ্ধ দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় উৎপাদন। আরও সাধারণভাবে বলা □ায়,

উৎপাদন হচ্ছে উপে□াগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া (ঢ়ৎড়পবংং ড়ভ পৎবধঃরহম ঁঃরষরঃু)। এ মূর্হূতে আপনি ভোগের সংজ্ঞাটি স্মরণ করুন।

দেখবেন ে□, ‘উৎপাদন' ধারণাটি ‘ভোগ' -এর বিপরীত। অর্থাৎ উৎপাদনের মাধ্যমে ে□ উপে□াগ সৃষ্টি হয় ভোগের মাধ্যমে তা

ধ্বংশপ্রাপ্ত

উৎপাদনের সাথে ‘আয়' ধারণাটি অংগাঅংগিভাবে জড়িত। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একদিকে ে□মন উপে□াগসমৃদ্ধ দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টি

হয়, তেমনি অন্যদিকে উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের (ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও উদ্যোগ) মালিকদের আয় সৃষ্টি হয়। ভূমির মালিক

পায় খাজনা, শ্রমিক পায় মজুরী, পুঁজির মালিক পায় সুদ ও উদ্যোক্তা পায় মুনাফা। ে□হেতু জনগণই উৎপাদনের উপকরণসমূহের

মালিক সেহেতু উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের আয় অর্জিত হয়। ইউনিট-২ এ জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ থেকে এ

বিষয়ে আপনি বিস্তারিত জেনেছেন। তাই এ মূহূর্তে আমরা বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় □াচ্ছি না।

উৎপাদন অপেক্ষক

আপনি ব্যষ্টিক অর্থনীতি (গএউ ২২০৬) কোর্সের ইউনিট-৩ এর পাঠ-১ এ উৎপাদন অপেক্ষক স□পর্কে ধারণা লাভ করেছেন।

সেখানে একটি মাত্র ফার্মের উৎপাদন অপেক্ষক স□পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান পাঠে আমরা কোন ব্যক্তি ফার্মের

উৎপাদন অপেক্ষক নয় বরং অর্থনীতির সামগ্রিক উৎপাদন অপেক্ষক নিয়ে আলোচনা করব। গাণিতিকভাবে, সামগ্রিক উৎপাদন

অপেক্ষককে নিুরূপে লিখা □ায় -

ণ = ভ (ঘ,ক) ..... (৪)

এখানে ণ = মোট জাতীয় আয়, ক = মোট পুঁজিষ্টক (ভূমি ও কাচাঁমালসহ), ঘ = নিয়োগস্তর। মূলতঃ সামগ্রিক উৎপাদন

অপেক্ষক হচ্ছে অর্থনীতির সকল ফার্মের উৎপাদন অপেক্ষকের সমষ্টি।

আমরা আলোচনার সুবিধার্থে, মোট পুঁজি ষ্টককে স্থির ধরে শুধুমাত্র নিয়োগস্তরকে চলক হিসেবে বিবেচনা করব। তাহলে (৪) নং

অপেক্ষকটি দা

চিত্র ৩.৪: সামগ্রিক উৎপাদন অপেক্ষক

চিত্র ৩.৪ -এ ভূমি অক্ষে নিয়োগস্তর ও উল্লম্ব অক্ষে জাতীয় আয় দেখানো হয়েছে। ণ = ভ (ঘ,ক) হচ্ছে সামগ্রিক উৎপাদন

অপেক্ষক। উৎপাদন অপেক্ষকের বিভিন্ন বিন্দু বিভিন্ন নিয়োগস্তরে মোট জাতীয় আয়ের বিভিন্ন পরিমাণ দেখাচ্ছে। চিত্রে দেখা □াচ্ছে

ঘড় নিয়োগস্তরের পরে নিয়োগ বৃদ্ধি করলে (পুঁজি ষ্টক স্থির অবস্থায়) মোট উৎপাদন হ্রাস পায়।